দৈনিক খবর

093

তারিখ ... 26 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 3 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

নির্ধারিত তারিখেই পরীক্ষা হোক

আমরা এমকম (শেষ বর্ষ) সনাতন পদ্ধতির ১৯৮৫ সালের পরীক্ষার্থী ছিলাম। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আমরা বেকার অবস্থায় পড়ে আছি। অদ্যাবধি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারছি না। কিছু সংখ্যক ছাত্র (ধনাঢ্য মহল) এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরুন কয়েকবার পরীক্ষার তারিখ নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বার বার তা পিছিয়ে যাচ্ছে। এতে করে আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম যে, পূর্ব ঘোষিত তারিখে (২৫শে অক্টোবর) পরীক্ষা নিতে কর্তৃপক্ষ নাকি নারাজ। তাহলে আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কি আমাদের এতগুলো ছাত্রের জীবন ধ্বংস করে দিবেন? চাকরির ক্ষেত্রে বয়স সীমা ২৭ তা কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভালভাবেই জানা আছে।

পরিশেষে কর্তৃপক্ষ তথা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট অনুরোধ, ২৫শে অক্টোবর (৮৮) নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ে আমাদেরকে নৈরাশ্য থেকে মুক্ত করুন।

ফেরদৌস, মিলন, শহীদ, জয়নাল ও জহির
এম কম (শেষ বর্ষ) পরীক্ষার্থী
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সরকারী জগন্নাথ কলেজ
ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমীপে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সালে ২য় বর্ষ (কোর্স পদ্ধতির) সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় বিভিন্ন কারণে প্রায় ২৫ জন ছাত্রের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছেন। সাবসিডিয়ারীর কারণে তাদের সম্মান পরীক্ষাও বাতিল করে দিয়েছেন। এ আবার কেমন ব্যাপার? এ নিয়ম তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলো না। নিয়ম ছিলো সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা না দিলেও সম্মান ক্লাসে প্রমোশন দেয়া হতো। অথচ কর্তৃপক্ষ এ বছর থেকে নতুন নিয়ম চালু করলেন। কিন্তু কই নিয়ম তো দু'রকম হয়ে গেলো। দেখা গেছে, অনেকে '৮৫ সালের সাবসিডিয়ারী (৮৭ সালে অনুষ্ঠিত) এক পত্রও পরীক্ষা দেয়নি অথচ তাদেরকে সম্মান ৩য় পর্বে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। আর বিভিন্ন কারণে কর্তৃপক্ষ যাদের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বাতিল করেছেন, তাদের সম্মান পরীক্ষাও দু'বছরের জন্যে বাতিল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ 'আউট'। সম্মান পাস করতে লাগে ৭/৮ বছর, আবার সাবসিডিয়ারীর জন্যে যদি আরও ২/৩ বছর লাগে তাহলে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় কি?

অতএব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, সাবসিডিয়ারী বাতিল করে ছাত্রদের সম্মান বিষয় বহাল রাখা হোক এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। কেননা এভাবে শত শত ছাত্রদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'নিয়ম অথচ কোন কোন বিভাগ রয়েছে যেখানে একটি বিষয়ের পরীক্ষা খারাপ হলে সে বিষয়ে আবার পরীক্ষা দিতে পারে। সাবসিডিয়ারী নিয়ে এত জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। সাবসিডিয়ারী বিষয়ের নম্বরতো অনার্সের সাথে যোগ করা হচ্ছে না। আর বাতিল শুধু এক বছরের জন্যে নয়, দুই বছরের জন্যে। এ কি রকম শাস্তি তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন কি? আপনাদের সন্তানদের এ অবস্থা হলে আপনাদের কি রকম অবস্থা হতো? অথচ এই ছাত্রগুলো আজ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তাদের বিগত বছরগুলোর কথা ভাবছে আর কাঁদছে।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবারও আবেদন, তাদের বাতিলকৃত সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা আবার দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক এবং অনার্স বহাল রেখে সম্মান শেষ পর্ব দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক। সাথে সাথে সাবসিডিয়ারী বাতিল করে দিয়ে সব নিয়মগুলো অনার্স করে দেয়া হোক, না হয় সাবসিডিয়ারীর অতিরিক্ত নম্বর অনার্সের সাথে যোগ করা হোক।

আবদুর রহিম জিহাদ
২০০৫২ জহুরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।